Biddabari
your success benchmark

BCS

প্রিলিমিনারি

লেকচার শিট

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

পিএসসি কর্তৃক নির্ধারিত বিসিএস প্রিলিমিনারি

Syllabus

বিষয়: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বাংলা ভাষা: পূর্ণমান: ৩৫ ১৫

প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান ও বাক্য শুদ্ধি, পরিভাষা, সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ, ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, পদ, বাক্য, প্রত্যয়, সন্ধি ও সমাস

সাহিত্য:

(ক) প্রাচীন ও মধ্যযুগ	০৫
(খ) আধুনিক যুগ (১৮০০-বর্তমান পর্যন্ত)	১৫
সর্বমোট :	৩৫

BCS প্রিলিমিনারি লেকচার শিট

সূচিপত্র

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার নং	বিষয়	টপিকস	পৃষ্ঠা নং
লেকচার-১	সাহিত্য-০১	বাঙালি জাতির উদ্ভব, বাংলা ভাষার উদ্ভব, বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ, প্রাচীন যুগের সাহিত্য: চর্যাপদ	৫-১৮
লেকচার-২	সাহিত্য-০২	মধ্যযুগের সাহিত্য-১: অন্ধকার যুগ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, জীবনী সাহিত্য , বৈষ্ণব পদাবলি, মঙ্গলকাব্য, মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, অন্নদামঙ্গল কাব্য, কালিকামঙ্গল কাব্য, ধর্মমঙ্গল কাব্য	১৯-৩৮
লেকচার-৩	সাহিত্য-০৩	মধ্যযুগের সাহিত্য-২: অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্সধর্মী প্রণয়োপাখ্যান, রোসাঙ্গ রাজসভায় বাংলা সাহিত্য মধ্যযুগের সাহিত্য-৩: লোকসাহিত্য ও গীতিকা, উপকথা, লোকগীতি, রূপকথা, ছড়া, শায়ের ও কবিওয়ালা, পুঁথিসাহিত্য, নাথসাহিত্য, মর্সিয়া-সাহিত্য, মধ্যযুগের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক	৩৯-৬০
লেকচার-৪	ব্যাকরণ-০১	ভাষা, ব্যাকরণ, বাংলা লিপি, ধ্বনি ও বর্ণ	৬১-৮০
লেকচার-৫	ব্যাকরণ-০২	ধ্বনি পরিবর্তন, বর্ণের উচ্চারণ, অক্ষর	৮১-৯২
লেকচার-৬	সাহিত্য-০৪	আধুনিক যুগ-১: আধুনিক যুগ ও বাংলা গদ্যের উদ্ভব, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও পণ্ডিতগণ, শ্রীরামপুর মিশন, উইলিয়াম কেরি, রামরাম বসু, রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালী প্রসন্ন সিংহ, স্বর্ণকুমারী দেবী, লালন সাঁই	৯৩-১০৬
লেকচার-৭	ব্যাকরণ-০৩	ণ-ত্ব বিধান, ষ-ত্ব বিধান, প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ, বানান শুদ্ধিকরণ, বাক্য শুদ্ধিকরণ	১০৭-১৩০
লেকচার-৮	ব্যাকরণ-০৪	শব্দ ও শব্দ প্রকরণ, লিঙ্গ প্রকরণ	১৩১-১৪৫
লেকচার-৯	সাহিত্য-০৫	আধুনিক যুগ-২ : পিএসসি নির্ধারিত ১১ সাহিত্যিকের ৯ জন ১. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২. মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৩. মীর মোশাররফ হোসেন ৪. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫. জসীম উদ্‌দীন ৬. দীনবন্ধু মিত্র ৭. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৮. কায়কোবাদ ৯. ফররুখ আহমদ	১৪৬-১৭০
লেকচার-১০	সাহিত্য-০৬	আধুনিক যুগ-৩ ১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৩. জহির রায়হান ৪. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ ৭. আবুল কালাম শামসুদ্দীন ৮. সিকান্দার আবু জাফর ৯. আল মাহমুদ ১০. আবু ইসহাক ১১. সৈয়দ আলী আহসান	১৭১-১৯৪
লেকচার-১১	ব্যাকরণ-০৫	কারক, বিভক্তি, ছন্দ ও অলঙ্কার, সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদ	১৯৫-২১৪

লেকচার-১২	ব্যাকরণ-০৬	সন্ধি, বাগ্‌ধারা, একই শব্দের বিভিন্নার্থে প্রয়োগ	২১৫-২৩৮
লেকচার-১৩	সাহিত্য-০৭	**আধুনিক যুগ-৪:** ১. কাজী নজরুল ইসলাম ২. প্রমথ চৌধুরী ৩. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৪. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ৫. ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৬. জহির রায়হান ৭. অমিয় চক্রবর্তী। **অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক:** গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, মোজাম্মেল হক, এস ওয়াজেদ আলী, কামিনী রায়, যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শেখ ফজলল করিম, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, নজিবর রহমান, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, কাজী ইমদাদুল হক, রামেন্দু সুন্দর ত্রিবেদী, ড. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, দীনেশচন্দ্র সেন, বুদ্ধদেব বসু, শহীদুল্লা কায়সার, আনোয়ার পাশা, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, আবুল মনসুর আহমেদ, শাহাদাত হোসেন	২৩৯-২৬৬
লেকচার-১৪	ব্যাকরণ-০৭	সমাস, দ্বিরুক্ত শব্দ, বাক্য সংকোচন	২৬৭-২৯৬
লেকচার-১৫	ব্যাকরণ-০৮	প্রকৃতি ও প্রত্যয়, সংখ্যাবাচক শব্দ, সমার্থক শব্দ/প্রতিশব্দ, বিপরীত শব্দ	২৯৭-৩১৬
লেকচার-১৬	সাহিত্য-০৮	**আধুনিক যুগ-৫ :** **গুরুত্বপূর্ণ কবি ও সাহিত্যিক: ১৫ জন** ১. মুনীর চৌধুরী ২. হুমায়ুন আহমেদ ৩. শামসুর রাহমান ৪. সেলিনা হোসেন ৫. নীলিমা ইব্রাহীম ৬. শওকত ওসমান ৭. সেলিম আল দীন ৮. মমতাজউদ্দীন আহমেদ ৯. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ১০. সৈয়দ শামসুল হক ১১. আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ১২. হাসান হাফিজুর রহমান ১৩. আব্দুল্লাহ আল মামুন ১৪. নির্মলেন্দু গুণ ১৫. বেগম সুফিয়া কামাল। **অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিক** হুমায়ুন আজাদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম, আবু জাফর শামসুদ্দীন, বদরুদ্দিন উমর, ড. আহমদ শরীফ, রাবেয়া খাতুন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শওকত আলী, রশীদ করিম, আনোয়ার পাশা, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সরদার জয়েনউদ্দীন, আহমদ ছফা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ড. আনিসুজ্জামান, আহসান হাবীব, সিকান্দার আবু জাফর, আব্দুল্লাহ আল মামুন, আবদুল মান্নান সৈয়দ, নুরুল মোমেন, মামুনুর রশীদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, রাজশেখর বসু, মওলানা আকরম খাঁ, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, মুহম্মদ আব্দুল হাই, ড. মুহম্মদ এনামুল হক, কাজী মোতাহার হোসেন, ইব্রাহিম খাঁ, মোতাহের হোসেন চৌধুরী, আবুল ফজল, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সমর সেন, বন্দে আলী মিয়া, সুফী মোতাহার হোসেন, আবদুল কাদির, ইব্রাহীম খাঁ, বন্দে আলী মিয়া। **আধুনিক যুগ-৬:** ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ এবং চলচিত্র; বিভিন্ন সাহিত্যকর্মের প্রধান চরিত্র, প্রকৃতি ও রচয়িতা; রচনার শ্রেণি ও উপজীব্য; বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি, উদ্ধৃতি ও গান; কবি সাহিত্যিকদের উপাধি ও ছদ্মনাম।	৩১৭-৩৭২
লেকচার-১৭	ব্যাকরণ-০৯	পদ প্রকরণ, কাল ও পুরুষ, বাংলা অনুজ্ঞা, বাচ্য ও উক্তি, প্রায় সমোচ্চারিত শব্দ, পারিভাষিক শব্দ	৩৭৩-৩৯৬
লেকচার-১৮	ব্যাকরণ-১০	উপসর্গ, বাক্য প্রকরণ, বাক্য রূপান্তর, যতি বা ছেদ চিহ্ন, অনুবাদ	৩৯৭-৪২০

BCS প্রিলি. লেকচার শিট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

লেকচার ০১

Lecture Contents

সিলেবাস আলোচনা

- বাঙ্গালি জাতির উদ্ভব
- বাংলা ভাষার উদ্ভব
- বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ
- প্রাচীন যুগের সাহিত্য: চর্যাপদ

সিলেবাস আলোচনা

শিক্ষক PSC'র পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস বিশ্লেষণ আকারে আলোচনা করবেন।

বাঙালি জাতির উদ্ভব

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর "বাঙালীর ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ধর্মীয় তথ্য অনুযায়ী- হযরত নূহ (আ) এর মহাপ্লাবনের পর বেঁচে যাওয়া চল্লিশ জোড়া নর-নারীকে বংশ বিস্তার এবং বিশ্বব্যাপী বসতি গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়েছিল। নূহ (আ) এর পুত্র 'হাম' পিতার নির্দেশে এশীয় অঞ্চলে আসেন। হাম এর পুত্র হিন্দ এর নামানুসারে হিন্দুস্তান, সিন্দ এর নামানুসারে সিন্ধুর নামকরণ করা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। হিন্দের সন্তান 'বঙ্গ' ভারতের পূর্বাঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। বঙ্গ এর সন্তানরাই বাঙাল নামে পরিচিত।

বঙ্গ (ব্যক্তি) + আহাল (সন্তান) → বঙ্গাহাল → বাঙাল → বাঙালি।

বাংলা ভাষার উদ্ভব

বাংলা ভাষা ইন্দো- ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, খ্রিস্টপূর্ব ৫,০০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ বছর পূর্বে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার দুই শাখা কেন্তম ও শতম শাখার ইন্দো এশীয় রূপ শতম শাখা থেকে প্রাচীন আর্য ভাষার উদ্ভব। ভারতীয় আর্য শাখার সৃষ্টি হয় প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে।

ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা: খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ভাষা হচ্ছে- বৈদিক ও সংস্কৃত। আর্যদের ধর্মগ্রন্থ 'বেদ' এর ভাষা হচ্ছে-বৈদিক। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে বিখ্যাত বৈয়াকরণ ও পন্ডিত পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করে নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করেন। এটি সংস্কৃত নামে পরিচিত। আর্য ভাষায় সাধারণের জড়তাপূর্ণ উচ্চারণের ফলে তৎসম শব্দের পরিবর্তন সাধিত হয় এবং পালি ভাষার উদ্ভব ঘটে।

(খ) মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা: খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার স্তরগুলো হচ্ছে- পালি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশ। প্রাকৃত ভাষা অঞ্চল ভেদে বিভক্ত হয়েছে যেমন- মাগধী, মহারাষ্ট্রী, অর্ধ-মাগধী ও সৌরসেনী।

(গ) নব্য ভারতীয় আর্যভাষা: খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে আধুনিক কাল। দশম থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল। নব্য ভারতীয় আর্যভাষায় বিভক্ত শাখা হচ্ছে- বাংলা, হিন্দি, মৈথিলি, অসমিয়া, উড়িয়া, ভোজপুরিয়া, মারাঠি ইত্যাদি। প্রাকৃত ভাষার দুর্বল কাঠামো এবং ব্যাকরণবদ্ধ রূপের স্থিতি না থাকায় জনসাধারণের উচ্চারণে ও শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয় এবং নানা অপভ্রংশের সৃষ্টি হয়। পূর্ব ভারতে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতজাত মাগধী অপভ্রংশ হতে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে বাংলা ভাষা উৎপত্তি লাভ করে।

- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে। ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তিকাল দশম শতকে।
- স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমারের মতে, মাগধী প্রাকৃতের বিকৃত রূপ মাগধী অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।
  ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, গৌড়ীয় প্রাকৃতের অপভ্রংশ রূপ গৌড়ীয় অপভ্রংশ থেকে বাংলা ভাষার জন্ম।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলি

ক্র:	গ্রন্থ	রচয়িতা
০১	বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা	✓ গোপাল হালদার
০২	বাংলা সাহিত্যের কথা	✓ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্
০৩	বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত	✓ ওয়াকিল আহমদ
০৪	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	✓ সুকুমার সেন

ক্র:	গ্রন্থ	রচয়িতা
০৫	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস	✓ কাজী দীন মুহাম্মদ
০৬	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	✓ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
০৭	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত	✓ মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান
০৮	লোকসাহিত্য	✓ আশরাফ সিদ্দিকী
০৯	বাঙালি ও বাঙলা সাহিত্য	✓ আহমদ শরীফ
১০	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	✓ দীনেশচন্দ্র সেন
১১	সাহিত্য-সমীক্ষা	✓ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়
১২	ছন্দ সমীক্ষণ	✓ আব্দুল কাদির
১৩	ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব	✓ মুহম্মদ আব্দুল হাই
১৪	কবিতার কথা	✓ সৈয়দ আলী আহসান
১৫	বাঙালির ইতিহাস	✓ নীহাররঞ্জন রায়
১৬	আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য	✓ ড. মুহম্মদ এনামুল হক
১৭	লাল নীল দীপাবলী, কত নদী সরোবর	✓ ড. হুমায়ুন আজাদ
১৮	বৌদ্ধগান ও দোঁহা	✓ ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সংগ্রাহক)
১৯	আধুনিক বাংলা সাহিত্য	✓ মোহিতলাল মজুমদার

ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি স্তর:

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিস্টপূর্ব ১২০০-৬০০ অব্দ)
↓
মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-১০০০ খিস্ট্রাব্দ)
↓
নব্য ভারতীয় আর্যভাষা (খ্রিস্টীয় দশম-আধুনিক কাল)

বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও জন্মের উৎস বিষয়ক মতবাদ:

ভাষা পণ্ডিত	উৎপত্তি	উৎস
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক	গৌড়ীয় প্রাকৃত
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন	দশম শতক	মাগধী প্রাকৃত

এক কথায় উত্তর

১. বাংলা ভাষা কোন ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর।

২. ভারতীয় আর্যভাষার কয়টি স্তর?
উত্তর: তিনটি (৩) স্তর।

৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কত শতকে?
উত্তর: সপ্তম শতকে।

৪. বাংলা ভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তভুর্ক্ত?
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয়।

৫. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার অস্তিত্ব ছিল কখন?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছর পূর্বে।

৬. ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষার শাখা কয়টি?
উত্তর: দুইটি।

৭. শতম শাখা উদ্ভব হয়েছে কোনটি?
উত্তর: ইন্দো এশীয়রূপ।

৮. কখন ভারতীয় আর্য শাখার সৃষ্টি হয়?
উত্তর: প্রায় খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে।

৯. আর্যদের ধর্মগ্রন্থ কী?
উত্তর: বেদ।

১০. 'বেদ' এর ভাষা কী?
উত্তর: বৈদিক।

১১. কখন পণ্ডিত পাণিনি বৈদিক ভাষার সংস্কার করেন?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকে।

১২. কে বৈদিক ভাষা সংস্কার করে নির্দিষ্ট সূত্র প্রদান করেন?
উত্তর: পাণিনি।

১৩. আর্যগোষ্ঠী ভারতবর্ষে প্রবেশ করে কবে?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।

১৪. আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করে কবে?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে।

১৫. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা সময়সীমা কত?
উত্তর: খ্রিস্টপূর্ব ১২০০- খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দ।

১৬. নব্য ভারতীয় আর্যভাষার সময়সীমা কত?
উত্তর: খ্রিস্টীয় দশম শতক।

১৭. বাংলা ভাষার আদিস্তরের স্থিতিকাল কত?
উত্তর: দশম থেকে চতুর্দশ শতক।

১৮. কখন মাগধী অপভ্রংশ হতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি লাভ করে?
উত্তর: খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকে।

১৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কবে?
উত্তর: খ্রিস্টীয় সপ্তম শতক।

২০. ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, বাংলা ভাষার উৎপত্তি কবে?
উত্তর: দশম শতকে।

২১. স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন ও ড. সুনীতিকুমারের মতে বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে?
উত্তর: মাগধী অপভ্রংশ।

২২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে, বাংলা ভাষার জন্ম কোন ভাষা থেকে?
উত্তর: গৌড়ীয় অপভ্রংশ।

২৩. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' কে রচনা করেন?
উত্তর: সুকুমার সেন ও কাজী দীন মোহাম্মদ (একই নামে দু'জনে দুটি বই রচনা করেন)।

২৪. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' কে রচনা করেন?
উত্তর: অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

২৫. 'বাংলা সাহিত্যের কথা'- কে রচনা করেন?
উত্তর: ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।

২৬. 'বাংলা সাহিত্যে রূপরেখা' গ্রন্থটি রচয়িতা কে?
উত্তর: গোপাল হালদার।

২৭. 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: আশরাফ সিদ্দিকী।

২৮. 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'- গ্রন্থটি রচনা করেন কে?
উত্তর: দীনেশচন্দ্র সেন।

২৯. 'বাঙালির ইতিহাস' গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
উত্তর: নীহাররঞ্জন রায়।

৩০. 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব'- কে রচনা করেন?
উত্তর: মুহম্মদ আব্দুল হাই।

৩১. 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য'- গ্রন্থটি কে রচনা করেন?
উত্তর: মোহিতলাল মজুমদার।

৩২. বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন শতাব্দীতে?
উত্তর: সপ্তম শতকে।

৩৩. বাংলা ভাষা কোন ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?
উত্তর: ইন্দো-ইউরোপীয়।

৩৪. বাংলা ভাষার আনুমানিক বয়স কত?
উত্তর: চৌদ্দশত বছর বা এক হাজার বছরের অধিক।

৩৫. বাংলা ভাষার পূর্ব স্তরের নাম কী?
উত্তর: প্রাকৃত।

৩৬. সহোদর ভাষাগোষ্ঠী কোনগুলো?
উত্তর: বাংলা ও অসমিয়া।

Teacher's Work

১. বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী/ বাংলা আদি অধিবাসীগণ/ জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল?
ক) সংস্কৃত খ) বাংলা
গ) অস্ট্রিক ঘ) হিন্দি — **গ**

২. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে-
ক) সংস্কৃত থেকে খ) পালি থেকে
গ) অপভ্রংশ থেকে ঘ) প্রাকৃত থেকে — **ঘ**

৩. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়-
ক) সপ্তম খ্রিস্টাব্দে খ) সপ্তম খ্রিস্ট পূর্বাব্দে
গ) খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতকে ঘ) খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে — **ক**

৪. বাংলা ভাষার বয়স কত?
ক) ১০০০ বছর খ) ২০০০ বছর
গ) ২৫০০ বছর ঘ) ২৭০০ বছর — **ক**

৫. 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটির প্রণেতা-
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ) গোপাল হালদার
গ) ওয়াকিল আহমদ ঘ) সুকুমার সেন — **খ**

৬. কেন্তুমের কোন দুটি শাখা এশিয়ার অন্তর্গত? [৪৩তম বিসিএস]
ক) হিত্তিক ও তুখারিক খ) তামিল ও দ্রাবিড়
গ) আর্য ও অনার্য ঘ) মাগধী ও গৌড়ী — **ক**

৭. বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) কারা রচনা করেন? [২২তম বিসিএস]
ক) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও সৈয়দ হাসান আলী
খ) ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ও মুহম্মদ আব্দুল হাই
গ) মুহম্মদ আব্দুল হাই, আনিসুজ্জামান ও আনোয়ার পাশা
ঘ) মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান — **ঘ**

৮. বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে নিম্নোক্ত একটি ভাষা থেকে- [১৭তম বিসিএস]
ক) সংস্কৃত খ) পালি
গ) প্রাকৃত ঘ) অপভ্রংশ — **গ**

বাংলা সাহিত্যের যুগ বিভাগ

❑ চর্যাপদ বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন। 'চর্যাপদ' থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে।

১. **প্রাচীন যুগ**- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, ৯৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে ৬৫০ খ্রি. থেকে ১২০০ খ্রি.। প্রাচীন যুগের নিদর্শন- চর্যাপদ। এর ভাষা সান্ধ্য বা আলো আঁধারির ভাষা।

২. **মধ্যযুগ**- ১২০০ খ্রি. থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

মধ্যযুগের বাংলা ভাষার দুটি স্তর-

(i) **মধ্যযুগের আদিস্তর**- চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীকাল। এ স্তরের ভাষায় পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার প্রয়োগ ও সংস্কৃত শব্দের বহুল ব্যবহার হয়।

এ স্তরের সাহিত্যিক নিদর্শন-
→ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন - বড়ু চণ্ডীদাস
→ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় - মালাধর বসু
→ রামায়ণ পাঁচালী - কৃত্তিবাস
→ মহাভারত পাঁচালী - কবীন্দ্র পরমেশ্বর, শ্রীকর নন্দী
→ মনসামঙ্গল - নারায়ণদেব, বিপ্রদাস, বিজয়গুপ্ত
→ চণ্ডীমঙ্গল - মানিক দত্ত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি ধারা:
(ক) কাহিনি কাব্য
(খ) গীতিকাব্য।

মধ্যযুগে নবজাগরণের মন্ত্রধ্বনি নিয়ে আগমন ঘটে শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)।

শ্রীচৈতন্যদেবের নামানুসারে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যকে তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়।
(ক) চৈতন্য পূর্ববর্তী যুগ (১২০১-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ)
(খ) চৈতন্য যুগ (১৫০১-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ)
(গ) চৈতন্য পরবর্তী যুগ (১৬০১-১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

বৈষ্ণব পদাবলী- বাংলা ও মৈথিলি ভাষার সংমিশ্রণে ব্রজবুলি ভাষায় বৈষ্ণব পদাবলী লেখা হয়েছে।

(ii) মধ্যযুগের অন্তর্গত- ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী।
ষোড়শ শতাব্দী-বাংলা ভাষায়-আরবি-ফারসি শব্দের প্রভাব।

বাংলা ভাষার মার্জিত রূপ লাভ-ভারত চন্দ্র রায়গুণাকরের হাতে।

৩. **আধুনিক যুগ**-১৮০১ খ্রিস্টাব্দ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত প্রবাহমান। এ সময়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা, বিকাশ-পরিণতি ঘটে। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ভাষারীতি দুটি- সাধু ও চলিত।

এক কথায় উত্তর

১. **বাংলা সাহিত্যকে কয়টি যুগে ভাগ করা হয়েছে?**
উত্তর: তিনটি (৩) যুগে।

২. **বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কবে থেকে শুরু হয়?**
উত্তর: চর্যাপদের কাল থেকে।

৩. **মধ্যযুগের কাব্যের প্রধান ধারা কয়টি?**
উত্তর: ৪টি।

৪. **প্রাচীন যুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?**
উত্তর: ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও ধর্মনির্ভরতা।

৫. **আধুনিকযুগের সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কী?**
উত্তর: আত্মচেতনা, জাতীয়তাবোধ ও মানবতার জয়জয়কার।

৬. **মধ্যযুগকে কয়ভাবে ভাগ করা হয়?**
উত্তর: ৩ ভাগে।

৭. **দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের যুগ কয়ভাগে বিভক্ত করেছেন?**
উত্তর: ৫ ভাগে।

৮. **চৈতন্য যুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ১৫০১-১৬০০ খ্রিস্টাব্দ।

৯. **প্রাকচৈতন্য যুগের স্থিতিকাল কত?**
উত্তর: ১২০১-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ।

১০. **মধ্যযুগের আদি স্তর কোনটি?**
উত্তর: চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীকাল।

১১. **মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের কয়টি ধারা?**
উত্তর: ২টি ধারা।

১২. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রাচীন যুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

১৩. **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে প্রাচীন যুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।

১৪. **বাংলা সাহিত্যের আধুনিকযুগ কবে শুরু হয়?**
উত্তর: ১৮০১ খ্রিস্টাব্দ - বর্তমান।

১৫. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, আদি মধ্যযুগ বা প্রাকচৈতন্য যুগ কোনটি?**
উত্তর: ১৩০০-১৫০০ খ্রিস্টাব্দ।

১৬. **বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সময়সীমা কত?**
উত্তর: ১২০১-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

Teacher's Work

১. **বাংলা সাহিত্যের যুগকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়?**
ক ৪ টি খ ৩ টি গ ৫ টি ঘ ৬ টি — **খ**

২. **বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ কবে শুরু হয়?**
ক ১৮০১ খ ১৯০১ গ ২০০১ ঘ ২০১১ — **ক**

৩. **'সান্ধ্যভাষা' কোন সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যুক্ত?** [৩৮তম বিসিএস]
ক চর্যাপদ খ পদাবলি গ মঙ্গলকাব্য ঘ রোমান্সকাব্য — **ক**

৪. **বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের নিদর্শন কোনটি?** [৩৫তম বিসিএস]
ক নিরঞ্জনের উষ্মা খ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস গ দোহাকোষ ঘ ময়নামতির গান — **গ**

৫. **বাংলা সাহিত্যের পঠন-পাঠনের সুবিধার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে- বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগ।** [৩৪তম বিসিএস]
ক ৪৫০-৬৫০ খ ৬৫০-৮৫০ গ ৬৫০-১২০০ ঘ ৬৫০-১২৫০ — **গ**

চর্যাপদ

১. বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ।
২. চর্যাপদ কবিতা বা গানের সংকলন।
৩. চর্যাপদ বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব বা সাধন সঙ্গীত।

চর্যাপদের ভিন্ন নাম সমূহ

১. আশ্চর্যচর্যাচয় ২. চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
৩. চর্যাশ্চর্যবিনিশ্চয় ৪. চর্যাগীতিকোষ
৫. চর্যাগীতি

চর্যাপদের আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮৮২ সালে 'Sanskrit Buddhist Literature in Nepal' নামক গ্রন্থে কিছু কথা প্রকাশ করেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের এ গ্রন্থ থেকেই সর্বপ্রথম চর্যাপদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব নিয়ে মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামক পুঁথিটি আবিষ্কার করেন। চর্যাপদের সাথে আরো তিনটি গ্রন্থ পাওয়া যায়–
১. সরহপাদের দোহা ২. কৃষ্ণপাদের দোহা, ৩. ডাকার্ণব।

চর্যাপদের প্রকাশ

১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ) হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে উল্লেখিত চারটি গ্রন্থ চর্যাপদ, ডাকার্ণব, দোহাকোষ, সরহপাদ একত্রে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে প্রকাশিত হয়।

চর্যাপদের নেপালে পাওয়ার কারণ

পাল আমলে চর্যাপদের বিকাশ ঘটলেও সেন আমল ছিল চর্যাপদের জন্য দুঃসময়। সেন বংশ হিন্দু ধর্ম এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কার রাজধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে এবং এর পরে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে নেপালে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই বাংলা সাহিত্যের এই আদি নিদর্শন চর্যাপদ বাংলার বাহিরে নেপালে পাওয়া যায়।

চর্যাপদের রচনাকাল

সাধারণভাবে ধরা হয় চর্যাপদের রচনাকাল ৬৫০-১২০০ খ্রি. = ৫৫০ বছর। চর্যাপদের পদগুলোর রচনাকাল সম্পর্কে পণ্ডিতগণ ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন।

তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মতামত–

ভাষা পণ্ডিতগণ	চর্যাপদের রচনাকাল
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে	৬৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দ।
ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে	৯৫০-১২০০ খ্রিস্টাব্দে।
ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, মণীন্দ্রমোহন বসু প্রমুখ পণ্ডিত মতে	খ্রিস্টীয় দশম-দ্বাদশ।
ড. সুকুমার সেনের মতে	দশম হতে মধ্য চতুর্দশ শতাব্দী।

তবে চর্যাপদের রচনাকাল সম্পর্কে সুনীতিকুমার ও ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতামত দুইটিই সর্বজনগৃহীত।

চর্যাপদের বয়স

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, ২০২৪ সাল অনুযায়ী (৬৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১৩৭৪ বছর (প্রায়)।
২. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ অধিকাংশের মতে, ২০২৪ সাল অনুযায়ী (৯৫০ থেকে ২০২২) বছর = ১০৭৪ বছর।

চর্যাপদের ভাষা

ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা কিংবা প্রাচীন বঙ্গকামরূপি। এছাড়াও অপভ্রংশ, হিন্দি, মৈথিলী, অসমিয়া, উড়িয়া ভাষার শব্দের প্রয়োগ আছে। এ কারণে অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলী ভাষী পণ্ডিতগণ চর্যাপদকে নিজেদের সাহিত্য হিসেবে দাবি করেছেন। ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজয়চন্দ্র মজুমদার History of the Bengali Language গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তিনি চর্যাপদের ভাষা প্রাচীন বাংলা না বলে মতামত দেন। তবে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেছেন, 'সেকালের বাংলা, অসমিয়া ও উড়িয়া ভাষার পার্থক্য ছিল সামান্যই'। এই ভাষাগুলোকে বাংলার সহোদর ভাষাগোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন তিনি। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL. গ্রন্থে চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য প্রথম আলোচনা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত। চর্যাপদ সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষায় রচিত।

চর্যাপদের পদকর্তা ও পদসংখ্যা

চর্যাপদ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কর্তৃক ১৯১৬ সালে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা' নামক গ্রন্থের চব্বিশ জন বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যের রচিত চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ের সাড়ে ছেচল্লিশটি গান। চর্যাপদের মোট পদসংখ্যা ৫১টি (মতান্তরে: ৫০টি)।

১. পদগুলোর পদকর্তাগণ 'সিদ্ধাচার্য' বা 'মহাসিদ্ধা' নামে খ্যাত। তাঁরা গুরুপ্রদত্ত তন্ত্রমতে দীক্ষিত এবং তান্ত্রিক সাধনায় সিদ্ধ ছিলেন।
২. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৩ জন।
৩. সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের রচয়িতা ২৪ জন।

পদকর্তা	পদসংখ্যা	পদকর্তা	পদসংখ্যা
কাহ্নপা	১৩টি	ভুসুকুপা	৮টি
সরহপা	৪টি	কুক্কুরীপা	৩টি
লুইপা	২টি	শবরপা	২টি
শান্তিপা	২টি		
বিরুপা, গুণ্ডুরীপা, চাটিল্লপা, ডোম্বীপা, আর্যদেবপা, ঢেণ্ডনপা, দারিকপা, ভাদেপা, তাড়কপা, কঙ্কণপা, জয়নন্দীপা, ধর্মপা, তন্ত্রীপা, মহীধরপা, কম্বলরপা, বীণাপা			প্রত্যেকে ১টি করে পদ রচনা করেন।

৪. লাড়ীডোম্বীপার কোনো পদ পাওয়া যায়নি।
৫. তন্ত্রীপার ২৫নং পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি।

চর্যাপদের কবিগণের পরিচয়

লুইপা :

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে তিনি বাংলাদেশের ছিলেন।
২. সংস্কৃত ভাষায় তিনি ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন।
৩. 'অভিসময় বিভঙ্গ' রচয়িতা– লুইপা।
৪. চর্যাপদের আদি সিদ্ধাচার্য– লুইপা।
৫. লুইপা ছিলেন– উড়িষ্যার রাজা এবং মন্ত্রীর গুরু।

ঢেণ্ডণপা :

১. ঢেণ্ডণপা পেশায় তাঁতি ছিলেন। তার পদে বাঙালি জীবনের দারিদ্র্যের চিত্র ফুটে উঠেছে। তার বিখ্যাত পদ নং- ৩৩ (১টি মাত্র পদ) যেমন:
টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী
হাড়িত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী– ঢেণ্ডণপা।
অর্থ : টিলার বা পাহাড়ের উপর আমার ঘর, কোনো প্রতিবেশী নেই। হাড়িতে ভাত নেই, অথচ প্রতিদিন প্রেমিকরা এসে ভীড় করে /নিত্য অতিথি আসে।
২. নবম শতকের কবি ঢেণ্ডণপা জন্ম গ্রহণ করেন– উজ্জয়িনী, অবন্তিনগর।
৩. ঢেণ্ডণ শব্দের অর্থ ঢেঁড়ি অর্থাৎ ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষা মাগে যে।
৪. তাঁর পদের বিষয় হলো লোক পরিচিত ও প্রহেলিকা মালা। তাঁর আসল নাম 'ঢেণডস' বা ঢেণ্ডস।

শবরপা :

১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে তিনি বাংলাদেশের লোক ছিলেন এবং জীবনকাল ৬৮০-৭৬০ পর্যন্ত। তিনি ব্যাধ (হরিণ শিকারী) ছিলেন।
২. সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় তার গ্রন্থ ১৬টি।
৩. শবরপার রচিত পদের মূল বিষয় হলো– শবর-শবরীর প্রেম কাহিনি।
৪. 'ণাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী'– শবরপা রচিত পদ।
৫. তাইলা বাড়ী পাসে রে জোহ্ন বাড়ী তা এলা ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ ফুলিয়া। –শবর পা।

বিরুপা:

১. বীরুপা কবিতায় যে চিত্র পাওয়া যায় : শুঁড়িবাড়ি।
২. 'শুঁড়িবাড়ি' নিয়ে লিখিত চর্যাপদের পদ-৩ নং।
৩. শুঁড়িবাড়ি অর্থ– মদ উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র।
৪. বীরুপা সোমপুরবিহারে বাস করতেন। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ত্রিপুরার অধিবাসী ছিলেন।
৫. অনাচারের দায়ে বিহার থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি।
৬. বিরুপার গুরু ছিলেন জালন্ধরীপাদ।

ভুসুকুপা :

১. তিনি সৌররাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন, শেষ জীবনে নালন্দা বৌদ্ধ বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু হিসেবে নিঃসঙ্গভাবে অবস্থান করেন।
২. 'তরঙ্গতে হরিণার খুর ন দীসই' যে কবির রচনা- ভুসুকুপা।
৩. তিনি অশ্বারোহী সৈনিক ছিলেন।
৪. বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়– ভুসুকুপা রচিত পদসমূহে।
৫. ভুসুকুপা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের শিষ্য ছিলেন। তার ৪৯ নং পদে 'বঙ্গালদেশ' ও বাঙ্গালির কথা উল্লেখ আছে।
৬. ভুসুকুপার প্রকৃত নাম– শান্তিদেব।
৭. তাঁর বিখ্যাত পদ- 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী' (পদ-৬)।

কাহ্নপা :

১. 'জে জে আইলা তে তে গেলা' যে কবির রচিত পদ– কাহ্নপা।
২. চর্যাপদের সর্বাধিক পদ রচিয়তা–কাহ্নপা। তার রচিত পদ সংখ্যা ১৩টি। তাঁর জন্ম উড়িষ্যায়। তিনি সোমপুর বিহারে বাস করতেন। তিনি বৌদ্ধশাস্ত্রে এবং প্রাচীন সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিলেন। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন। তিনি পণ্ডিত ভিক্ষু নামে পরিচিত।

৩. সমাজ জীবনের কথা সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছে– কাহ্নপার পদে। তাঁর পদগুলোতে নিপুণ কবিত্বশক্তি প্রকাশ পেয়েছে।

ডোম্বীপা :

১. ত্রিপুরা বা মগধের রাজা ছিলেন– ডোম্বীপা। তাঁর পদে গঙ্গা (পদ্মা) ও যমুনা নদীর কথা উল্লেখ আছে।
২. ডোম্বীপার শখ ছিল– দেশ ভ্রমণ।

মহীধরপা :

১. তাঁর পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
২. মহীধরপার পদে পাপ ও পুণ্যকে দুটি শিকলের সাথে তুলনা করে তা ছিন্ন করে মহারস পান করার কথা বলা হয়েছে।

বীণাপা :

১. চন্দ্র ও সূর্যের চমৎকার উপমা পাওয়া যায়– বীণাপার পদে।

দারিকপা :

১. দারিকপার আসল নাম– ইন্দ্রপাল। তাঁর রচিত পদটি প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত।

ভাদেপা :

১. তিনি কাহ্নপার শিষ্য ছিলেন।
২. পেশায় চিত্রকর ছিলেন– ভাদেপা।

কঙ্কণপা :

১. বাংলার সঙ্গে অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায়– কঙ্কণপার পদে।
২. বিষ্ণুনগরের রাজা ছিলেন– কঙ্কণপা।

ধর্মপা/ধামপা :

১. বিক্রমপুর জন্মগ্রহণ করেন– ধর্মপা।

কুক্কুরীপা :

১. ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন– কুক্কুরীপা।
২. তাকে প্রাচীনতম মহিলা কবি বলে ধারণা করা হয়।
৩. শহীদুল্লাহর মতে কুক্কুরীপা ছিলেন– বাংলাদেশের।
৪. ছলনাময়ী নারীমূর্তি মেলে কুক্কুরীপা রচিত পদে। ২নং পদে তিনি বলেছেন–
'দিবসহি বহুড়ী কাউহি ডর ভাই।
রাতি ভইলে কামরুজাই।'
(অর্থ : দিনের বেলা যে বউটি কাককেও ভয় পায়, রাতে সেই কামরু যায়)
৫. চর্যাপদে পদ্মা নদীকে পউয়াখাল বলা হয়েছে।
৬. কুক্কুরীপা তিব্বতীয় ঐতিহ্য অনুযায়ী একটি নেড়ি কুকুর পুষতেন।

সরহপা :

১. তাঁর পদের ভাষা– বঙ্গকামরূপী। তিনি অপভ্রংশ ভাষায় দোহাকোষ রচনা করেন।
২. সরহপাদের চর্যাগানের মূল বিশেষত্ব হলো– তান্ত্রিক যোগাচার পালনের সহজ আদর্শ।
৩. সরহপা পদাবলির ভাষা– বঙ্গ-কামরূপী।

চাটিল্লপা :

১. নদী, সাঁকো, কাঁদা, জলের বেগ, গাছ ইত্যাদির কথা উল্লেখ পাওয়া যায়– চাটিল্লপারপদে।

শান্তিপা :

১. তার পদের ভাষা প্রাচীন মৈথিলি।
২. তিনি বিহারের বিক্রমশীলায় বাস করতেন।
৩. শান্তিপার প্রকৃত নাম– রত্নাকর।

আর্যদেব পা :

১. তিনি মেবারের রাজা ছিলেন এবং তার পদের ভাষা উড়িয়া।

নব চর্যাপদ

১. নব চর্যাপদ হলো– চর্যাপদের অনুরূপ রচনা বা সাহিত্য।
২. নব চর্যাপদের রচনাকাল (১৩-১৬ শতক.।
৩. নব চর্যাপদ ১৯৮৮ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন– ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪. নব চর্যাপদ নেপাল থেকে আবিষ্কার করেন/সংগ্রহ করেন–ড. শশীভূষণ দাশ গুপ্ত (১৯৬৩)। ড. শশীভূষণ দাশ গুপ্ত নেপাল ও তরাইভূমি থেকে আবিষ্কার ও সংগ্রহ করেন ২৫০ টি পদ। এর মধ্যে ৯৮টি পদ তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তিনি মারা যান। এরপর ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৯৮টি পদ ১৯৮৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন।
৫. নব চর্যাপদের মোট পদসংখ্যা-২৫০টি, কিন্তু প্রকাশিত ৯৮টি পদ।

নতুন চর্যাপদ

১. নতুন চর্যাপদ মূলত বজ্রযানী দেবদেবীদের আরাধনার গীত।
২. নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ (২০০৮ সালে নেপাল থেকে।)
৩. নতুন চর্যাপদ প্রকাশ পায় ২০১৭ সালে বাংলা একাডেমি বইমেলাতে।
৪. নতুন পর্যাপদ মোট পদ সংখ্যা = ৪১৩টি।
৫. নতুন চর্যাপদের ভূমিকা অংশটি বিভক্ত– ৪টি ভাগে।
৬. চর্যার নতুন কবি বলা হয়– আবধূ বিনয়শ্রীকে।

চর্যাপদ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য:

১. চর্যাদপদে প্রবাদ বাক্য ৬টি।
২. চর্যাপদের ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং পদ পাওয়া যায়নি।
৩. চর্যাপদ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত।
৪. চর্যাপদের আধুনিকতম কবি ভুসুকুপা। তিনি নিজেকে বাঙালি হিসেবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন।
৫. মুনিদত্ত চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন (১১ নং পদটি ছাড়া)।
৬. 'চর্যাপদ' তিব্বতি ভাষা অনুবাদ করেন কীর্তিচন্দ্র। ১৯৩৮ সালে প্রবোধচন্দ্র বাগচী এটি আবিষ্কার করেন। তখনই জানা যায় চর্যার পদ ছিল মোট ৫১টি। অর্থাৎ সাড়ে তিনটি হারানো পদের কথা জানা যায়।
৭. ১৯২৭ সালে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সর্বপ্রথম চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।
৮. চর্যাপদ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন হাসনা জসীম উদ্‌দীন মওদুদ। অনুবাদ গ্রন্থের নাম 'মিস্টিক পোয়েট্রি অব বাংলাদেশ'।

মনে রাখার জন্য চর্যাপদ

আবিষ্কারক- মহামহোপাধ্যায় ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।
পদসংখ্যা- ৫১টি (মতান্তরে: ৫০টি)।
আবিষ্কার সাল- ১৯০৭।
প্রাপ্তিস্থান- নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরী'।
কবি সংখ্যা/পদকর্তা- ২৩/২৪।
ছন্দ- মাত্রাবৃত্ত।
ভাষা- সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষা।
প্রকাশ কাল- ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)।
মহিলা কবি- কুক্কুরীপা।
বেশি পদ রচয়িতা- কাহ্নপা।
টীকাকার- মুনিদত্ত।
যে পদ পাওয়া যায় নি- ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং।
প্রাপ্ত পদ সংখ্যা- $৪৬\frac{১}{২}$।

এক কথায় উত্তর

১. **প্রাচীন যুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন কী?**
উত্তর: চর্যাপদ।

২. **চর্যাপদ কে আবিষ্কার করেন?**
উত্তর: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৩. **কোন সাহিত্যকর্ম সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?**
উত্তর: চর্যাপদে।

৪. **চর্যাপদ কি বিষয়ের সংকলন?**
উত্তর: কবিতা বা গানের।

৫. **চর্যাপদ কী?**
উত্তর: বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মের সাধনতত্ত্ব বা সাধনসঙ্গীত।

৬. **সর্বপ্রথম চর্যাপদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় কত সালে?**
উত্তর: ১৮৮২ সালে।

৭. **চর্যাপদের অস্তিত্বের কথা প্রথম প্রকাশ করে কে?**
উত্তর: রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

৮. **বাংলা, বিহার ও আসামের পুঁথি সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করেন কে?**
উত্তর: ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

৯. **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কতসালে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন?**
উত্তর: ১৯০৭।

১০. **হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কোন স্থান থেকে চর্যাপদ আবিষ্কার করেন?**
উত্তর: নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থশালা 'রয়েল লাইব্রেরি' থেকে।

১১. **চর্যাপদের সাথে আরো কয়টি গ্রন্থ পাওয়া যায়?**
উত্তর: তিনটি।

১২. **কে চর্যাপদ সম্পাদনা করেন?**
উত্তর: মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৩. **বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কত সালে চর্যাপদ প্রকাশিত হয়?**
উত্তর: ১৯১৬ সালে (১৩২৩ বঙ্গাব্দ)।

১৪. **কী নামে চর্যাপদ প্রকাশ করা হয়?**
উত্তর: 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'।

১৫. **কোন আমলে চর্যাপদের বিকাশ ঘটে?**
উত্তর: পাল আমলে।

১৬. **চর্যাপদের দুঃসময় ঘটে কোন আমলে?**
উত্তর: সেন আমলে।

১৭. **কখন চর্যাপদের রচনাকাল ধরা হয়?**
উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রি.।

১৮. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে চর্যাপদের রচনাকাল কবে?**
উত্তর: ৬৫০-১২০০ খ্রি.।

১৯. **ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে চর্যাপদের রচনাকাল কবে?**
উত্তর: ৯৫০-১২০০ খ্রি.।

২০. **ড. সুকুমার সেনের মতে, চর্যাপদের রচনাকাল কত?**
উত্তর: দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে।

২১. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের ভাষা কী?**
উত্তর: বঙ্গকামরূপী।

২২. **চর্যাপদের ভাষা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করেন কে?**
উত্তর: বিজয়চন্দ্র মজুমদার।

২৩. **বাংলার সহোদর ভাষাগোষ্ঠী কোনগুলো?**
উত্তর: অসমিয়া ও উড়িয়া।

২৪. **কখন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেন?**
উত্তর: ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে।

২৫. **কোন গ্রন্থে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করেন?**
উত্তর: The Origin and Development of the Bengali Language (ODBL)।

২৬. **চর্যাপদের ভাষা কী?**
উত্তর: সন্ধ্যা বা সান্ধ্য বা আলো-আঁধারি ভাষা।

২৭. **কতজন সিদ্ধাচার্য চর্যাপদ রচনা করেন?**
উত্তর: চব্বিশ জন (মতান্তরে ২৩ জন)।

২৮. **চর্যাপদের পদ সংখ্যা কত?**
উত্তর: ৫১টি (মতান্তরে ৫০টি)।

২৯. **ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের রচয়িতা কত জন?**
উত্তর: ২৩ জন।

৩০. **সুকুমার সেনের মতে চর্যাপদের রচয়িতা কত জন?**
উত্তর: ২৪ জন।

৩১. **সর্বাধিক পদ রচনা করেন?**
উত্তর: কাহ্নপা (১৩টি)।

৩২. **ভুসুকুপা কয়টি পদ রচনা করেন?**
উত্তর: ৮টি।

৩৩. **কার পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি?**
উত্তর: লাড়ীডোম্বীপা।

৩৪. **তন্ত্রীপার কততম পদটি খুঁজে পাওয়া যায়নি?**
উত্তর: ২৫নং।

৩৫. **চর্যাপদে প্রাপ্ত পদের সংখ্যা কত?**
উত্তর: $46\frac{১}{২}$ /সাড়ে ছেচল্লিশটি।

৩৬. **চর্যাপদ কোন ছন্দে রচিত?**
উত্তর: মাত্রাবৃত্ত।

৩৭. **চর্যাপদের টীকাকার কে?**
উত্তর: মুনিদত্ত।

৩৮. **চর্যাপদের একমাত্র মহিলা কবি কে?**
উত্তর: কুক্কুরীপা।

৩৯. কুক্কুরীপা কয়টি পদ রচনা করেন?
উত্তর: ৩টি।

৪০. চর্যাপদের কোন কোন পদ পাওয়া যায়নি?
উত্তর: ২৩ নং অর্ধেক, ২৪, ২৫ ও ৪৮ নং।

৪১. "আপনা মাংসে হরিণা বৈরী"- পদটি কে রচনা করেন?
উত্তর: ভুসুকুপা।

৪২. ভুসুকুপার প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: শান্তিদেব।

৪৩. কার পদসমূহে বাঙালি জীবনের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়?
উত্তর: ভুসুকুপার।

৪৪. কে সৌরাষ্ট্রের রাজপুত্র ছিলেন?
উত্তর: ভুসুকুপা।

৪৫. 'শুঁড়িবাড়ি' অর্থ কী?
উত্তর: মদ উৎপাদন ও বিক্রয়কেন্দ্র।

৪৬. 'গাণা তরুবর মৌলিল রে গঅণত লাগেলী ডালী'- পদটির রচয়িতা কে?
উত্তর: শবরপা।

৪৭. কোন চর্যাকার একজন ব্যাধ ছিলেন?
উত্তর: শবরপা।

৪৮. চর্যাপদের আদি কবি কে?
উত্তর: লুইপা।

৪৯. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে প্রাচীনতম চর্যাকার কে?
উত্তর: শবরপা।

৫০. আধুনিকতম চর্যাকার কে?
উত্তর: ভুসুকুপা।

৫১. টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী/হাড়িতে ভাত নাঁহি নিতি আবেশী'- পদটির রচয়িতা কে?
উত্তর: ঢেণ্ডণপা (৩৩ নং পদ)।

৫২. 'ঢেণ্ডণ' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর: ঢেঁড়ি অর্থাৎ ডুগডুগি বাজিয়ে ভিক্ষা মাগে যে।

৫৩. 'পদগুলোতে নিপুন কবিত্ব শক্তি প্রকাশ পেয়েছে'- এ উক্তিটি কোন পদকর্তার ক্ষেত্রে সঠিক?
উত্তর: কাহ্নপা।

৫৪. সঙ্গীতকলায় দক্ষ ছিলেন কে?
উত্তর: কাহ্নপা।

৫৫. ত্রিপুরার রাজা ছিলেন কোন চর্যাকার?
উত্তর: ডোম্বীপা।

৫৬. কার পদে গঙ্গা (পদ্মা) ও যমুনা নদীর কথা উল্লেখ আছে?
উত্তর: ডোম্বীপার।

৫৭. প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত পদটি কার?
উত্তর: দারিকপা।

৫৮. চর্যাপদে পদ্মা নদীকে কী বলা হয়েছে?
উত্তর: পউয়াখাল।

৫৯. পেশায় একজন চিত্রকর ছিলেন কে?
উত্তর: ভাদেপা।

৬০. বাংলার সঙ্গে অপভ্রংশের রূপ পাওয়া যায় কার পদে?
উত্তর: কঙ্কণপার।

৬১. কে বঙ্গকামরূপী ভাষায় পদ রচনা করেন?
উত্তর: সরহপা।

৬২. প্রাচীন মৈথিলি ভাষার পদ রচনা করেন কে?
উত্তর: শান্তিপা।

৬৩. শান্তিপার প্রকৃত নাম কী?
উত্তর: রত্নাকর।

৬৪. চর্যাপদের প্রবাদ বাক্য কয়টি?
উত্তর: ৬টি।

৬৫. নিজেকে বাঙালি কবি হিসেবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন কে?
উত্তর: ভুসুকুপা।

৬৬. বাঙালি কবি হিসেবে পরিচিত কারা?
উত্তর: শবরপা, ভুসুকুপা, লুইপা।

৬৭. চর্যাপদের প্রথম পদটি কী?
উত্তর: 'কাআ তরুবর পাঞ্চ বি ডাল/চঞ্চল চীএ পইঠো কাল'।

৬৮. চর্যাপদ তিব্বতি ভাষায় অনুবাদ করেন কে?
উত্তর: কীর্তিচন্দ্র।

৬৯. তিব্বতি চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৯৩৮ সালে)।

৭০. কিভাবে সাড়ে তিনটি পদ হারানোর কথা জানা যায়?
উত্তর: তিব্বতি চর্যাপদ আবিষ্কার হলে।

৭১. চর্যাপদের ধর্মতত্ত্ব নিয়ে বিশ্লেষণ করেন কে?
উত্তর: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯২৭)।

৭২. চর্যাপদ ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন কে?
উত্তর: হাসনা জসীম উদ্‌দীন মওদুদ।

৭৩. নব চর্যাপদ কী?
উত্তর: চর্যাপদের অনুরূপ রচনা বা সাহিত্য।

৭৪. নব চর্যাপদের রচনাকাল কত?
উত্তর: ১৩-১৬ শতক।

৭৫. নব চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: শশীভূষণ দাশ গুপ্ত।

৭৬. নতুন চর্যাপদ কী?
উত্তর: মূলত বজ্রযানী দেবদেবীদের আরাধনা গীত।

৭৭. নতুন চর্যাপদ আবিষ্কার করেন কে?
উত্তর: অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ শাহেদ (২০০৮ সালে নেপাল থেকে.।

৭৮. নুতন চর্যাপদ প্রকাশ পায় কবে?
উত্তর: ২০১৭ সালে (বাংলা একাডেমি বইমেলাতে)।

৭৯. কাব্যে চর্যার নতুন কবি বলা হয়?
উত্তর: আবধূ বিনয়শ্রীকে।

৮০. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?
উত্তর: গৌড়ীয় অপভ্রংশ।

৮১. চর্যাপদের আদি কবি/বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কবি কে?
উত্তর: শবরপা। (ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ এর মতে), লুইপা (অধিকাংশের মতে)।

৮২. কতজন কবি চর্যাপদ রচনা করেছেন?
উত্তর: ২৪ জন।

৮৩. চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন?
উত্তর: একান্নটি। তবে উদ্ধার করা হয়েছে সাড়ে ছেচল্লিশটি।

৮৪. চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়?
উত্তর: পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষার।

৮৫. বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন?/চর্যাপদ কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
উত্তর: সহজিয়া বৌদ্ধ।

৮৬. চর্যাপদ কোথায় সংরক্ষিত ছিল?
উত্তর: নেপালের রাজদরবারের গ্রন্থাগারে।

৮৭. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবে সম্পাদিত আকারে চর্যাপদ প্রকাশ করেন?
উত্তর: ১৯১৬ সালে।

৮৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হল–
উত্তর: হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা।

৮৯. কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
উত্তর: চর্যাপদ।

৯০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
উত্তর: চর্যাপদ।

৯১. কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?
উত্তর: পাল আমলে।

৯২. বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ 'চর্যাপদে'র রচনাকাল
উত্তর: সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতক।

৯৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?
উত্তর: লুইপা।

৯৪. চর্যাপদ প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
উত্তর: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা।

৯৫. কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলো টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?
উত্তর: মুনিদত্ত।

৯৬. চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত, এটি প্রথম প্রমাণ করেন কে?
উত্তর: ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

৯৭. চর্যাপদ হলো মূলত–
উত্তর: গানের সংকলন।

Teacher's Work

১. বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থ/আদি নিদর্শন কোনটি?
ক শ্রীকৃষ্ণবিজয় খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ শূন্যপুরাণ ঘ চর্যাপদ — **ঘ**

২. প্রাচীন যুগের বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কী?
ক লায়লী-মজনু খ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ চর্যাপদ ঘ পদ্মাবতী — **গ**

৩. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?
ক সনাতন হিন্দু খ সহজিয়া বৌদ্ধ গ জৈন ঘ হরিজন — **খ**

৪. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?
ক আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে খ বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়ালঘর থেকে
গ নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে ঘ সুদূর চীন দেশ থেকে — **গ**

৫. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?
ক আদিযুগ খ মধ্যযুগ গ আধুনিক যুগ ঘ অতি আধুনিক যুগ — **ক**

৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উপাধি কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক পণ্ডিত খ বিদ্যাসাগর গ শাস্ত্রজ্ঞ ঘ মহামহোপাধ্যায় — **ঘ**

৭. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'-এর অর্থ কি? [৩৭তম বিসিএস]
ক কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় খ কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি আচরণীয় নয়
গ কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয় ঘ কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয় — **খ**

৮. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন? [৩০তম বিসিএস]
ক গোবিন্দ দাস খ কায়কোবাদ গ কাহ্নপা ঘ ভুসুকুপা — **ঘ**

Unique Question for Student Practice

১. ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস কী?
ক মূল আর্যভাষা খ বৈদিক ভাষা
গ অনার্য ভাষা ঘ সংস্কৃত ভাষা **গ**

২. বাংলা আদি জনগোষ্ঠীর ভাষা কী/বাংলা আদি অধিবাসীগণ/ জনগোষ্ঠী কোন ভাষাভাষী ছিল?
ক সংস্কৃত খ বাংলা
গ অস্ট্রিক ঘ হিন্দি **গ**

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা চিহ্নিত করুন?
ক পালি খ প্রাকৃত
গ বৈদিক ঘ ভোজপুরী **গ**

৪. ভারতীয় ভাষার নিদর্শন যে গ্রন্থে পাওয়া যায়, তার নাম–
ক রামায়ণ খ মহাভারত
গ ঋগ্বেদ ঘ চর্যাপদ **গ**

৫. ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা কোনটি?
ক বাংলা খ ইংরেজী
গ ফরাসি ঘ উর্দু **ক**

৬. ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কয়টা শাখা?
ক একটা খ দুটো
গ তিনটে ঘ চারটে **খ**

৭. বাংলা ভাষার মূল উৎস কোনটি/বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী স্তরের নাম কী?
ক কানাড়ি ভাষা খ পালি
গ অপভ্রংশ ঘ প্রাকৃত **ঘ**

৮. কোন যুগে বাংলা লিপি ও অক্ষরের গঠনকার্য শুরু হয়-
ক পাঠান যুগ খ সেন যুগ
গ পাল যুগ ঘ মোগল যুগ **খ**

৯. কোন শাসনামলে বাংলা লিপির স্থায়ী রূপ তৈরি করে অক্ষর গঠনের কাজ শুরু হয়?
ক সেন যুগ খ পাঠান যুগ
গ পাল যুগ ঘ মোগল যুগ **খ**

১০. ভারতীয় মৌলিক লিপি কোনটি?
ক ব্রাহ্মী খ কুটিল
গ খরোষ্ঠী ঘ নাগরী **ক**

১১. ভারতীয় কোন লিপিমালা ডানদিক থেকে লেখা হয়?
ক হিন্দি খ মারাঠি
গ গুজরাট ঘ খরোষ্ঠী **ঘ**

১২. 'চর্যাপদ' রচনাটি বাংলা সাহিত্যের কোন যুগের কাব্য নিদর্শন?
ক আদি যুগ খ মধ্যযুগ
গ আধুনিক যুগ ঘ অতি আধুনিক যুগ **ক**

১৩. কোন সাহিত্যকর্মে সান্ধ্যভাষার প্রয়োগ আছে?
ক চর্যাপদ খ গীতগোবিন্দ
গ পদাবলি ঘ চৈতন্যজীবনী **ক**

১৪. হরপ্রসাদশাস্ত্রী কাকে চর্যার আদি কবি মনে করেন?
ক লুইপা খ কাহ্নপা
গ ঢেণ্ডণপা ঘ ভুসুকুপা **ক**

১৫. চর্যাগীতি রচনার সংখ্যাধিক্যের দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী কে?
ক জয়দেব খ ভুসুকুপা
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ কাহ্নপা **খ**

১৬. কোন কবি নিজেকে বাঙালি বলে পরিচয় দিয়েছেন?
ক গোবিন্দদাস খ কায়কোবাদ
গ কাহ্নপা ঘ ভুসুকুপা **ঘ**

১৭. চর্যাপদের কোন পদটি খণ্ডিত আকারে পাওয়া যায়?
ক ১০নং পদ খ ১৬ নং পদ
গ ১৮ নং পদ ঘ ২৩ নং পদ **ঘ**

১৮. 'আপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী' লাইনটি কোন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত?
ক লোকসাহিত্য খ ব্রজবুলি
গ চর্যাপদ ঘ বৈষ্ণব পদাবলি **গ**

১৯. 'চঞ্চল চীএ পইঠা কাল' কোন কবির চর্যাংশ?
ক বিরূপা খ লুইপা
গ শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্কর ঘ কুক্কুরীপা **খ**

২০. 'টালত মোর ঘর নাহি পড়বেশী, হাড়িত ভাত নাহি নিতি আবেশী'। চর্যাপদের এ চরণ দু'টিতে কি বোঝানো হয়েছে?
ক প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসা
খ আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা
গ দারিদ্র্যক্লিস্ট জীবনের চিত্র
ঘ একাকীত্বের কথা **গ**

২১. চর্যাপদ যে বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম কে প্রমাণ করেন?
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ ড. এনামুল হক **খ**

২২. কোন পণ্ডিত চর্যাপদের পদগুলোকে টীকার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেন?
ক কাহ্নপা খ লুইপা
গ ডাকার্ণব ঘ মুনিদত্ত **ঘ**

২৩. 'বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে মাগধী প্রাকৃত থেকে'। এ মতের প্রবক্তা কে?
ক স্যার জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন
খ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ
গ ড. সুকুমার সেন
ঘ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **ঘ**

২৪. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন প্রাকৃত স্তর থেকে?
ক মাগধী প্রাকৃত খ গৌড়ীয় প্রাকৃত
গ মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত ঘ অর্ধ মাগীধ প্রাকৃত **খ**

২৫. 'অপভ্রংশ' কথাটির অর্থ কী?
ক উন্নত খ বিবৃত
গ সাধারণ ঘ বিকৃত **ঘ**

২৬. ভাষার জগতে বাংলার স্থান কোথায়/বিশ্বের সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষার মধ্যে বাংলার অবস্থান কততম/ব্যবহারকারীর সংখ্যা বিচারে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান কততম?
ক ষষ্ঠ খ সপ্তম
গ অষ্টম ঘ নবম **খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা *নবম-দশম শ্রেণির বাংলা ব্যাকরণ মতে, চতুর্থ। বিশ্বের ভাষা নিয়ে অনুসন্ধানকারী প্রতিষ্ঠান 'ইথনোলগ' এর সর্বশেষ (২০১৫) প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলার অবস্থান সপ্তম।*

২৭. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কার কাছে প্রত্যক্ষভাবে ঋণী?
ক পালি খ অপভ্রংশ
গ অপ্রাকৃত ঘ সংস্কৃত **খ**

২৮. বাংলা এবং মৈথিলি ভাষার সমন্বয়ে যে ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম কী?
ক মাগধী খ অসমিয়া
গ মরমিয়া ঘ ব্রজবুলি **ঘ**

২৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম গ্রন্থ কোনটি?
ক চর্যাপদ খ বৈষ্ণব পদাবলি
গ ঐতরেয় আরণ্যক ঘ দোহাকোষ **ক**

৩০. 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'- এর অর্থ কী?
ক কোনটি আচার্যের, আর কোনটি নয়
খ কোনটি আচরণীয়, আর কোনটি নয়
গ কোনটি চরাচরের, আর কোনটি নয়
ঘ কোনটি চর্যাগান, আর কোনটি নয় **খ**

৩১. কোন রাজবংশের আমলে চর্যাপদ রচনা শুরু হয়?
ক পাল খ সেন
গ মোগল ঘ তুর্কি **ক**

৩২. 'চর্যাপদ' প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?
ক বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ খ এশিয়াটিক সোসাইটি
গ শ্রীরামপুর মিশন ঘ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ **ক**

৩৩. 'প্রাকৃত' কথার অর্থ কোনটি?
ক প্রকৃত খ যথার্থ
গ স্বাভাবিক ঘ যা করা হয়েছে **গ**

৩৪. মানুষের মুখে উচ্চারিত অর্থবোধক ও মনোভাব প্রকাশক ধ্বনি সমষ্টিকে বলে-
ক বর্ণ খ শব্দ
গ বাক্য ঘ ভাষা **ঘ**

৩৫. মনের ভাবপ্রকাশের প্রধান মাধ্যম কোনটি?
ক চিত্র খ ভাষা
গ ইঙ্গিত ঘ আচরণ **খ**

৩৬. উপভাষা (Dialect) কোনটি?
ক সাহিত্যের ভাষা
খ পাঠ্যপুস্তকের ভাষা
গ লেখ্য ভাষা
ঘ অঞ্চল বিশেষের মানুষের মুখের ভাষা **ঘ**

৩৭. পৃথিবীতে বর্তমানে কতগুলো ভাষা প্রচলিত?
ক ৩৫০০ প্রায় খ ৫০০০ প্রায়
গ ১০০০ প্রায় ঘ ৬৭০০ প্রায় **ক**

৩৮. বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে যেখান থেকে-
ক ইন্দো-ইউরোপীয় খ ইন্দো-দ্রাবিড়িয়ান
গ আর্য ঘ আর্য-ইউরোপীয় **ক**

৩৯. 'বাংলা ভাষা' ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার কোন শাখা থেকে উৎপত্তি লাভ করে?
ক কেন্তুম খ আর্য
গ শতম ঘ সংস্কৃত **গ**

৪০. কুটিল লিপি কোন জায়গার প্রচলিত রূপ?
ক রাজস্থান থেকে গুজরাট খ উড়িষ্যা থেকে পূর্বাঞ্চল
গ উড়িষ্যা থেকে পশ্চিমাঞ্চল গ গুজরাট থেকে মধ্যপ্রদেশ **খ**

৪১. বর্তমানে বাংলাদেশের কোথায় অশোকের লিপি রয়েছে?
ক কুমিল্লার লালমাই পাহাড় খ নওগাঁর সোমপুর বিহারে
গ বগুড়া মহাস্থানগড়ে ঘ কুমিল্লার শালবনের বিহারে **গ**

৪২. ভারতীয় লিপিমালার উৎপত্তি ঘটে কিভাবে?
ক ভারতের চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে
খ ভারতের ভাস্কর্যকে অবলম্বন করে
গ বাংলার চিত্রলিপিকে অবলম্বন করে
ঘ বাংলার প্রত্নতত্ত্বকে অবলম্বন করে **ক**

৪৩. বর্তমানে কোন লিপি খরোষ্ঠী লিপির পরিচয় বহন করেছে?
ক সংস্কৃত লিপি খ উর্দু লিপি
গ হিন্দি লিপি ঘ বাংলা লিপি **খ**

৪৪. এদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি ভাষা জানতেন?
ক বিদ্যাসাগর খ আলাওল
গ বেগম রোকেয়া ঘ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ **ঘ**

৪৫. বাংলা ভাষার সাথে মিল খুঁজে পাওয়া যায় কোন ভাষার?
ক সংস্কৃত ভাষার খ হিন্দি ভাষার
গ ফারসি ভাষার ঘ মুণ্ডারি ভাষার **ঘ**

৪৬. ব্রাহ্মীলিপির পূর্ববর্তী লিপি কোনটি?
ক তাম্র লিপি খ খরোষ্ঠী লিপি
গ কুটিল লিপি ঘ দেবনাগরী লিপি **খ**

৪৭. সংস্কৃত ভাষা হলো-
ক লেখ্য ভাষা খ ভারতের রাষ্ট্র ভাষা
গ কথ্য ভাষা ঘ বৌদ্ধদের ভাষা **ক**

৪৮. বাংলা ভাষায় সাধুরীতির আগমন ঘটে কোন ভাষা থেকে?
ক সংস্কৃত ভাষা খ হিন্দি ভাষা
গ আঞ্চলিক ভাষা ঘ উর্দু ভাষা **ক**

৪৯. ভাষার কোন রীতির সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে?
ক কথ্যরীতিতে খ আঞ্চলিকরীতিতে
গ চলিতরীতিতে ঘ সাধুরীতিতে **ঘ**

৫০. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস?
ক মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
খ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
গ বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস
ঘ বাংলা সাহিত্যে গদ্য **খ**

৫১. 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' গ্রন্থটির রচয়িতা-
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ এনামুল হালদার
গ গোপাল হালদার ঘ আব্দুল কাদির **গ**

৫২. কোন গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস?
ক মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য
খ বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস
গ বাংলা সাহিত্যে গদ্য
ঘ লোক সাহিত্য **ক**

৫৩. 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থটি রচনা করেন?
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. দীনেশচন্দ্র সেন
গ ড. সুকুমার সেন ঘ ড. ওয়াকিল আহমদ **ঘ**

৫৪. অসিতকুমার বন্দোপাধ্যায়ের গ্রন্থ-
ক বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত
খ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত
গ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ঘ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক) **খ**

৫৫. ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে কয়টি যুগে ভাগ করেছেন?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **ঘ**

৫৬. ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **গ**

৫৭. ড. মুহম্মদ এনামুল হক মধ্যযুগকে কয়টি ভাগে ভাগ করেছেন?
ক দুটি খ তিনটি
গ চারটি ঘ পাঁচটি **খ**

৫৮. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতানুযায়ী মধ্যযুগের ভাগ দুটি কী কী?
ক সুলতানী আমল ও মোগল আমল
খ পাঠান আমল ও সুলতানী আমল
গ পাঠান আমল ও মোগল আমল
ঘ তুর্কি আমল ও মোগল আমল **খ**

৫৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস কত বছরের পুরনো বলে মনে করা হয়?
ক এক হাজার খ দুই হাজার
গ তিন হাজার ঘ চার হাজার **ক**

৬০. শবরপা কে ছিলেন?
ক লুইপার গুরু খ ১নং চর্যার রচয়িতা
গ শবরীর প্রতি ঘ হস্তীবিশারদ **ক**

৬১. 'খনার বচন' কী সংক্রান্ত?
ক কৃষি খ ব্যবসা
গ শিল্প ঘ রাজনীতি **ক**

৬২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবে সম্পাদিত আকারে চর্যাপদ প্রকাশ করেন?
ক ১৯০৭ সালে খ ১৯০৯ সালে
গ ১৯১৬ সালে ঘ ১৯২৩ সালে **গ**

৬৩. বৌদ্ধদের কোন সম্প্রদায়ের সাধকগণ চর্যাপদ রচনা করেন?
ক মহাযানী খ সহজযানী
গ হীনযানী ঘ বজ্রযানী **খ**

৬৪. ড. সুনীতিকুমারের মতে, চর্যাপদের ভাষায় কোন অঞ্চলের ভাষার নমুনা পরিলক্ষিত হয়?
ক নেপালের কথ্য ভাষা
খ পূর্ববাংলার কথ্যভাষা
গ পশ্চিম বাংলার প্রাচীন কথ্য ভাষা
ঘ বুদ্ধের জীবনী **গ**

৬৫. চর্যাপদের বেশির ভাগ পদ কত চরণে রচিত?
ক আট খ চৌদ্দ
গ বারো ঘ দশ **ঘ**

৬৬. চর্যাপদের উল্লেখযোগ্য সংস্কৃত টীকাকার কে?
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ মুনিদত্ত
গ সুনীতিকুমার ঘ ড. শহীদুল্লাহ্ **খ**

৬৭. চর্যাপদ কতটি পদের সংকলন?
ক সাড়ে ছেচল্লিশ (প্রাপ্ত সংখ্যা)
খ একান্ন (সুকুমার সেনের মতে)
গ পঞ্চাশ (শহীদুল্লাহ্‌র মতে)
ঘ ক, খ, ও গ **ঘ**

৬৮. চর্যাপদের ভাষায় কোন ভাষাটির প্রভাব দেখা যায় না?
ক অসমিয়া খ উড়িয়া
গ মৈথিলি ঘ কোল ভাষা **ঘ**

Home Work

১. চর্যাপদের কবিরা ছিলেন- [৪৬তম বিসিএস]
ক মহাযানী বৌদ্ধ খ বজ্রযানী বৌদ্ধ
গ বাউল ঘ সহজযানী বৌদ্ধ **উ: ঘ**

২. চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
ক প্রবোধচন্দ্র বাগচী খ যতীন্দ্র মোহন বাগচী
গ প্রফুল্ল মোহন বাগচী ঘ প্রণয়ভূষণ বাগচী **ক**

৩. সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? [৪৫তম বিসিএস]
ক মানোএল দ্য আস্‌সুম্পসাঁও
খ রাজা রামমোহন রায়
গ রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
ঘ নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড **ক**

৪. 'ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও।' মন্তব্যটি কোন ভাষা-চিন্তকের? [৪৫তম বিসিএস]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ মুহম্মদ এনামুল হক ঘ সুকুমার সেন **ঘ**

৫. 'রুখের তেন্তুলি কুমীরে খাই'-এর অর্থ কী? [৪৩তম বিসিএস]
ক তেজি কুমিরকে রুখে দিই
খ বৃক্ষের শাখায় পাকা তেঁতুল
গ গাছের তেঁতুল কুমিরে খায়
ঘ ভুল থেকে শিক্ষা নিতে হয় **গ**

৬. 'চর্যাপদে'র প্রাপ্তিস্থান কোথায়? [৪৩তম বিসিএস]
ক বাংলাদেশ খ নেপাল
গ উড়িষ্যা ঘ ভুটান **খ**

৭. চর্যাপদে কোন ধর্মমতের কথা আছে? [৪০তম বিসিএস]
ক খ্রিস্টধর্ম খ প্যাগনিজম
গ জৈনধর্ম ঘ বৌদ্ধধর্ম **ঘ**

৮. উল্লিখিতদের মধ্যে কে প্রাচীন যুগের কবি নন? [৪০তম বিসিএস]
ক কাহ্নপাদ খ লুইপাদ
গ শান্তিপাদ ঘ রমনীপাদ **ঘ**

৯. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থসমূহের মধ্যে কোনটি ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র লেখা? [৩৭তম বিসিএস]
ক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য খ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
গ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত ঘ বাংলা সাহিত্যের কথা **ঘ**

১০. ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত চর্যাপদ বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক Buddhist Mystic Songs
খ চর্যাগীতিকা
গ চর্যাগীতিকোষ
ঘ হাজার বছরের পুরাণ বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা **ক**

১১. মুহম্মদ আবদুল হাই রচিত ধ্বনিবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থের নাম কী? [৩৭তম বিসিএস]
ক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান খ আধুনিক বাংলা ধ্বনিবিজ্ঞান
গ ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা ঘ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব **ঘ**

১২. সবচেয়ে বেশি চর্যাপদ পাওয়া গেছে কোন কবির? [৩৫তম বিসিএস]
ক লুইপা খ ভুসুকুপা
গ শবরপা ঘ কাহ্নপা **ঘ**

১৩. 'চর্যাপদ' কত সালে আবিষ্কৃত হয়? [৩৪তম বিসিএস]
ক ১৮০০ সালে খ ১৮৫৭ সালে
গ ১৯০৭ সালে ঘ ১৯০৯ সালে **গ**

১৪. চর্যাপদ কোন ছন্দে লেখা? [৩৩তম বিসিএস]
ক অক্ষরবৃত্ত খ মাত্রাবৃত্ত
গ স্বরবৃত্ত ঘ অমিত্রাক্ষর ছন্দ **খ**

১৫. The Origin and Development of bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন- [৩৩তম বিসিএস]
ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঘ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন **খ**

১৬. বাংলা সাহিত্যের আদি কবি কে? অথবা, চর্যাপদের আদি কবি কে? [২৯তম বিসিএস]
ক কাহ্নপা খ ঢেণ্ডনপা
গ লুইপা ঘ ভুসুকুপা **গ**

১৭. বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্থ কোনটি? [২৯তম বিসিএস]
ক প্রভু যিশুর বাণী খ কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ
গ মিশনারি জীবন ঘ ফুলমণি ও করুণার বিবরণ **খ**

১৮. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে? [২৮তম বিসিএস পরীক্ষা]
ক বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে
খ আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
গ নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ সুদূর চীন দেশ থেকে **গ**

১৯. চর্যাপদের বয়স আনুমানিক কত বছর? [২৮তম বিসিএস]
ক ৮০০ বছর খ ১০০০ বছর
গ ১১০০ বছর ঘ ১২০০ বছর **খ**

২০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কার রচনা? [২৭তম; ২৫তম ও ২২তম বিসিএস]
ক দীনেশচন্দ্র সেন খ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঘ মুহম্মদ এনামুল হক **ক**

২১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের নাম– [২৬তম বিসিএস]
ক বঙ্গভাষা ও সাহিত্য
খ বাংলা সাহিত্যের কথা
গ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস
ঘ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত **খ**

২২. কোনটি মুহাম্মদ এনামুল হকের রচনা? [২৫তম বিসিএস]
ক ভাষার ইতিবৃত্ত
খ আধুনিক ভাষাতত্ত্ব
গ মনীষা-মঞ্জুষা
ঘ বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান **গ**

২৩. বাংলা ভাষার প্রথম কাব্য সংকলন চর্যাপদের আবিষ্কারক- [১৭তম বিসিএস]
ক ড. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
গ ড. সুকুমার সেন ঘ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র **ক**

২৪. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি? [১৪তম বিসিএস]
ক দশম থেকে চতুদর্শ শতাব্দী
খ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী **ক**

২৫. চর্যাপদের ভাষাকে কে বাংলায় প্রতিপন্ন করেছেন? [বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কতৃপক্ষ (বেজা)-২০২৪]
ক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় খ বিধু শেখর শাস্ত্রী
গ হরপ্রসাধ শাস্ত্রী ঘ প্রবোধকুমার বাগচী **ক**

২৬. বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা পাওয়া যায়-[বা.প.উ.বো. (উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা)'২২]
ক নিরঞ্জনের রুষ্মা খ দোহাকোষ
গ গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস ঘ ময়নামতির গান **খ**

২৭. 'চর্যাপদ' মূলত- [ক.অ.জে. (সিনিয়র অ্যাকাইন্টস ক্লার্ক)'২২; বা.কৃ.উ.ক. (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)'২২]
ক কবিতার সংকলন খ গানের সংকলন
গ প্রবন্ধের সংকলন ঘ দেবী বন্দনা **খ**

২৮. চর্যাপদের কতটি পদ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে? [পো.জে.উ. (রাজশাহী) (উচ্চমান সহকারী)'২২]
ক সাড়ে ছেচল্লিশটি খ একান্নটি
গ আট্চল্লিশটি ঘ উনপঞ্চাশটি **ক**

২৯. লুইপা কোন যুগের কবি? [পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)'২২]
ক প্রাচীন যুগ খ আদি-মধ্যযুগ
গ মধ্যযুগ ঘ আধুনিক যুগ **ক**

৩০. চর্যাপদে কতজন কবির পদ রয়েছে? [ক.জে.অ্যা.(অডিটর)'২২]
ক ২৭ জন খ ২৬ জন
গ ২৪ জন ঘ ২৫ জন **গ**

৩১. চর্যাপদ বাংলা ভাষায় রচিত এটি প্রথম প্রমাণ করেন-[পিএসসি (সিনিয়র স্টাফ নার্স)'২৩]
ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ সুকুমার সেন
গ ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **ঘ**

৩২. বাংলা লিপির উৎস কী? [স.অ. (ইউনিয়ন সমাজকর্মী)'২২]
ক সংস্কৃত লিপি খ চীনা লিপি
গ আরবি লিপি ঘ ব্রাহ্মী লিপি **ঘ**

৩৩. বাংলা লিপির প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়- [ফা.সা.সি.ডি.অ. (স্টেশন অফিসার)'২২]
ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ চর্যাপদ
গ বৈষ্ণব পদাবলী ঘ মঙ্গলকাব্য **খ**

৩৪. 'গীতগোবিন্দ' কোন ভাষায় রচিত? [প.প.অ. (পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা) ২০২৩]
ক প্রাচীন বাংলা খ সংস্কৃত
গ ব্রজবুলি ঘ অবহট্‌হ **খ**

৩৫. প্রাচীনতম গ্রন্থ কোনটি? [সহকারী উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসার (মুক্তিযোদ্ধা ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী) -২০১৫; পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাইফার অফিসার- ২০১১; প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: ২০১৪]
ক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন খ মধুমালতি
গ চর্যাপদ ঘ নূরনামা **গ**

৩৬. কে বাংলা ভাষার কবি নন? [ক.জে.ডি.ফা. (জুনিয়র অডিটর (এলডিএ কাম-টাইপিস্ট)'২২]
ক জ্ঞানদান খ জয়দেব
গ মুকুন্দরাম ঘ চন্ডীদাস **খ**

৩৭. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য? [বিআরডিবি সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) পরীক্ষা-১৩ সহ, সুপারিনটেনডেন্ট (জরিপ অধিদপ্তরের) পরীক্ষা-১১; মাধ্যমিক সহকারী শিক্ষক নিয়োগ: ০৯]
ক সনাতন হিন্দু খ সহজিয়া বৌদ্ধ
গ জৈন ঘ হরিজন **খ**

৩৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পুঁথি সংগ্রহের জন্য গিয়েছেন– [বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ মাঠ কর্মকর্তা- '১৪; RAKUB Senior Officer-15]

ক তিব্বত, নেপাল খ ভুটান, সিকিম
গ কাশী, বেনারস ঘ বোম্বে, জয়পুর

উত্তর: ক

৩৯. চর্যাপদ রচনা শুরু হয় বাংলার কোন শাসনামল থেকে? [রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সিনিয়র অফিসার: ২০০৫; পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের সহকারী কর্মকর্তা: ২০১২]

ক পাল আমল খ সেন আমল
গ গুপ্ত আমল ঘ সুলতানি আমল

উত্তর: ক

৪০. "ওঁড়িবাড়ি" নিয়ে লিখিত চর্যাপদের কতনং পদ? [নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে জেলা নির্বাচন অফিসার ও সহকারী সচিব ২০০৪]

ক ২নং খ ৩নং গ ৪নং ঘ ৫নং

উত্তর: খ

৪১. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে চর্যাপদের প্রাচীন ও বাঙালি কবি ছিলেন– [শ্রম অধিদপ্তরের দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত শ্রম কর্মকর্তা: '০৪; জনতা ব্যাংক ক্যাশ অফিসার: '১২]

ক সরহপা খ শবরপা
গ লাড়ী ডোম্বী পা ঘ ভুসুকুপা

উত্তর: খ

৪২. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'চর্যাপদ' যে গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন তার নাম হলো– [Bangladesh Bank Assistant Director- '15]

ক চর্যাপদাবলি
খ হাজার বছরের পুরান বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা
গ চর্যাচর্যবিনিশ্চয়
ঘ চর্যাগীতিকা

উত্তর: খ

৪৩. ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র মতে, চর্যাপদের ভাষা– [জাতীয় বোর্ডের রাজস্ব কর্মকর্তা : ১২]

ক ব্রজবুলি খ জগাখিচুড়ি
গ সান্ধ্যভাষা ঘ বঙ্গকামরূপী

উত্তর: ঘ

৪৪. চর্যাপদের টীকা ভাষ্যকর কে? [তুলা উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তা-'০৮; রূপালী ব্যাংক সিনিয়র অফিসার: '১০]

ক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী খ মুনিদত্ত
গ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ঘ শশীভূষণ দাশগুপ্ত

উত্তর: খ

১. বাংলা ভাষার আদি স্তরের স্থিতিকাল কোনটি?

ক দশম থেকে চতুদর্শ শতাব্দী
খ একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী
গ দ্বাদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দী
ঘ ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী

২. চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কোথা থেকে?

ক বাঁকুড়ার এক গৃহস্থের গোয়াল ঘর থেকে
খ আরাকান রাজগ্রন্থাগার থেকে
গ নেপালের রাজগ্রন্থশালা থেকে
ঘ সুদূর চীন দেশ থেকে

৩. বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন চর্যাপদ আবিষ্কৃত হয় কত সালে?

ক ২০০৭ সালে খ ১৯০৭ সালে
গ ১৯০৯ সালে ঘ ১৯১৬ সালে

৪. 'বাংলা সাহিত্যের কথা' গ্রন্থটি রচনা করেন-

ক মুহম্মদ আব্দুল হাই খ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
গ সৈয়দ আলী আহসান ঘ এনামুল হক

৫. 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থটি রচনা করেন?

ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ খ ড. দীনেশচন্দ্র সেন
গ ড. সুকুমার সেন ঘ ড. ওয়াকিল আহমদ

৬. প্রাপ্ত চর্যাপদের পদকর্তা কতজন?

ক ১৯ খ ২৩ গ ২৫ ঘ ২৭

৭. চর্যাপদের সর্বোচ্চ পদকর্তা কে?

ক লুইপা খ শবরপা
গ কাহ্নপা ঘ শান্তিপা

৮. 'The Origin and Development of Bengali Language' গ্রন্থটি রচনা করেছেন-

ক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
খ ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়
গ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
ঘ স্যার জর্জ গ্রিয়ারসন

৯. 'চর্যাপদ' কোন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্য?

ক সনাতন হিন্দু খ সহজিয়া বৌদ্ধ
গ জৈন ঘ হরিজন

১০. চর্যাপদের আদি কবি কে?

ক কাহ্নপা খ চেণ্ডনপা
গ লুইপা ঘ ভুসুকুপা

উত্তরমালা

১	ক
২	গ
৩	খ
৪	খ
৫	ঘ
৬	খ
৭	গ
৮	খ
৯	খ
১০	গ